দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৬ ...

উত্তরপত্রে হস্তাক্ষরের ভিন্নতায় ১২ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

■ লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার নন্দীগ্রাম বদরপুর স্কুল কেন্দ্রে এবছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ১২শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রে হাতের লেখার ভিন্নতা পাওয়া গেছে। উত্তরপত্রে হাতের লেখা ভিন্ন ভিন্ন রকম থাকায় অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল স্থগিত ও বিভিন্ন মেয়াদে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ডেপুটি কন্ট্রোলার।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভাল ফলাফলের আশায় ও অভিভাবকদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে ওইসব শিক্ষার্থীর পরিত উত্তরপত্রে লিখে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় ১২শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ দেয়া হলেও বহাল তবিয়তে রয়েছেন কেন্দ্র সচিবসহ জড়িত শিক্ষকরা।

উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, এবছর (২০১২ সালে) প্রথমবারের মতো নন্দীগ্রাম স্কুলে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যার কেন্দ্র নং-লক্ষ্মী-১১(৫৩৮)। ওই কেন্দ্রে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৩৫শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরিত উত্তরপত্রে লেখার ভিন্নতায় অভিযুক্ত ১২পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নন্দী গ্রাম বদরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭জন, হাসন্দি বিজয়নগর নারী শিক্ষা নিকেতনের ৩জন, দিঘলপাদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও হাসন্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১জন করে রয়েছে।

হাতের লেখা ভিন্নতা পাওয়া শিক্ষার্থীরা হল-নন্দীগ্রাম বদরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আদম আলী, রোজিনা আক্তার, মর্জিনা আক্তার, রত্না রানী আচার্য, নাছরিন আক্তার, শারমীন আক্তার, খাদিজা আক্তার, হাসন্দী বিজয় নগর নারী শিক্ষার শাহনাজ পারভীন, পারমিন আক্তার, রুমা পারভীন, হাসন্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের মো. রিয়াদ হোসেন, ও দিঘলপাদপুর রাজাকীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মো. রাশেদ।

জড়িত শিক্ষকরা বহাল তবিয়তে

এদিকে লেখায় ভিন্নতা পাওয়ায় গত ১৬ জুলাই সকাল ১০টায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের সভাকক্ষে নন্দীগ্রাম পরীক্ষা কেন্দ্র সচিব, হল সুপার, সহকারী সচিব ও অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। একাধিক সূত্র জানায়, ১৬ জুলাই বোর্ডের সভাকক্ষে কেন্দ্র সচিব ছাড়া তদবকৃত অন্যরা অনুপস্থিত ছিলেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে নন্দীগ্রাম এলাকার এক বাসিন্দা জানান, তিনি পরীক্ষার্থীদের মাধ্যমে জেনেছেন কেন্দ্র সচিবের সহযোগীতায় নন্দীগ্রাম বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক ছাত্রদের উত্তরপত্রে লিখে দিয়েছেন। উত্তরপত্রে লেখার ভিন্নতা ধরা পড়ার পর থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব আবুল কাশেম জড়িত শিক্ষকদের বাঁচাতে এবং কেন্দ্র রক্ষা করার জন্যে বোর্ডের ডেপুটি কন্ট্রোলার ও কন্ট্রোলারের কাছে তদবিরে ব্যস্ত রয়েছেন।

এব্যাপারে কেন্দ্র সচিব ও নন্দীগ্রাম বদরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম বলেন, স্কুলের বিরুদ্ধে পত্রিকায় লিখলে আমাদের কিছুই হবে না। এব্যাপারে কোন তথ্য দিতে আমি বাধ্য নই। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী অভিযুক্ত শিক্ষার্থীরা ১/২বছরের জন্য বহিষ্কার হতে পারে। শিক্ষকদের কিছুই হবে না।

সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল মান্নান বলেন, বিষয়টি-সরাসরি বোর্ড কর্তৃপক্ষ তদারকি করায় আমার কিছুই করার নেই।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ডেপুটি কন্ট্রোলার শিহাব উদ্দিন মোবাইল ফোনে বলেন, লক্ষ্মীপুরের নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্রে লেখায় ভিন্নতায় শিক্ষকরা জড়িত রয়েছেন এ মর্মে কেউ আমাদের কাছে অভিযোগ করেনি। অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল স্থগিত ও ১-৩বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে।